



49006 - তিনি মসজদি ছাড়া অন্য কথোও ইতকিফ নহে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি একটি হাদিসি শুনছি যে, মসজদি হারাম, মসজদি নববী ও মসজদি আকসা ছাড়া অন্য কথোও ইতকিফ করা শুদ্ধ নয়; এ হাদিসিটি কি সহি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

প্রশ্নকারী যে হাদিসিটির দিকে ইঙ্গিত করছেন সে হাদিসিটি ইমাম বায়হাকী (৪/৩১৫) হুয়াইফা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে বলেন: আমি আপনার ঘরে ও আবু মূসার ঘরে (অর্থাৎ মসজদি) কিছু লোককে ইতকিফরত পয়েছি। অথচ আমি জিনেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “তিনি মসজদি ছাড়া কোন ইতকিফ নহে: মসজদি হারাম”। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: সম্ভবত: আপনি ভুলে গছেন; তাদের মুখস্থ আছে। আপনি ভুল করছেন; তাদেরটা ঠিকি। [আলবানী সলিসলিাতুল আহাদিসি আস-সহিহা (২৮৭৮) গ্রন্থে হাদিসিটিকে সহি আখ্যায়তি করছেন]

দুই:

এ মাসয়ালার হুকুম হচ্ছে- জমহুর আলমেরে মতে, ইতকিফ এ তিনি মসজদিরে কোন একটিতে হওয়া শরত নয়। এ মতরে পক্ষ্যে তারা দলিলি দনে এ আয়াতরে ভিত্তিতে, “তোমরা মসজদিসমূহে ইতকিফরত অবস্থায় তাদের সাথে যতন সম্পর্ক স্থাপন করবে না।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

আয়াতে কারীমাতে “মসজদিসমূহ” শব্দটি আম বা সাধারণ। তাই এ শব্দটি সকল মসজদিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যদি অন্য কোন দলিলি বশিষে কোন মসজদি বাদ দেয় সে মসজদি ছাড়া; যমেন- যে মসজদি জামাতে নামায় আদায় করা হয় না; যদি ইতকিফকারীর উপর জামাতরে সাথে নামায় আদায় করা ফরজ হয়। দেখুন 48985 নং প্রশ্নোত্তর।

ইমাম বুখারী আয়াতরে এ ব্যাপকতার দলিলি প্রতী ইঙ্গিত করে বলেন:



“শেষে দশদনিতে ও সকল মসজিদে ইতকিফ করা শীর্ষক পরচ্ছদে”। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “তোমরা মসজিদসমূহে ইতকিফরত অবস্থায় তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে না। এগুলো হচ্ছে- আল্লাহর সীমারখো। অতএব, এগুলোর নকিটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ মানবজাতির জন্য নজিরে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন; যাতো তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭] সমাপ্ত।

মুসলমানরো তাদের স্থানীয় মসজিদে ইতকিফ করে আসছেন যমেনটি উল্লেখ করছেন ত্বাহাবী তাঁর রচতি ‘মুশকলিল আসার’ গ্রন্থে (৪/২০৫)।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসায় ইতকিফ করার হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল; আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতদিন দিন।

জবাবে তিনি বলেন:

“মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা এ তিনি মসজিদ ছাড়া অন্য মসজিদগুলোতে ইতকিফের সময় ইতকিফ করা শরয়িতসম্মত। ইতকিফ শুধুমাত্র এ তিনি মসজিদে সাথে খাস নয়; বরং এ তিনি মসজিদেও ইতকিফ করা যায়, অন্য মসজিদেও ইতকিফ করা যায়। এটি অনুসরণযোগ্য মাযহাবগুলোর আলমেদরে অভিমিত, যমেন- ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম মালকে (রহঃ), ইমাম শাফয়ী (রহঃ) ও ইমাম আবু হানফা (রহঃ)। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “তোমরা মসজিদসমূহে ইতকিফরত অবস্থায় তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে না। এগুলো হচ্ছে- আল্লাহর সীমারখো। অতএব, এগুলোর নকিটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ মানবজাতির জন্য নজিরে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন; যাতো তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭] এখান ‘মসজিদসমূহ’ শব্দটি আমভাবে পৃথিবীর সকল মসজিদকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ বাক্যটি রোযার বধিন সংক্রান্ত আয়াতেরে শযোংশে উল্লেখ করা হয়েছে; আর রোযার বধিন পৃথিবীর সকল প্রান্তরে মুসলিম উম্মাহকে শামলিকারী। সুতরাং যাদেরকে রোযার ক্ষেত্রে সম্বোধন করা হয়েছে তাদের সকলকে এ বাক্যেরে মাধ্যমেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাইতো প্রাসঙ্গিকতা ও সম্বোধনেরে ক্ষেত্রে অভিন বধিনগুলোর আলোচনা শেষে করা হয়েছে এ কথা দিয়ে “এগুলো হচ্ছে- আল্লাহর সীমারখো। অতএব, এগুলোর নকিটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ মানবজাতির জন্য নজিরে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন; যাতো তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।”। আল্লাহ তাআলা এমন কোন সম্বোধন করা খুবই দূরবর্তী যে সম্বোধনটি উম্মতেরে একবোরহে অল্প কিছু মানুষ ছাড়া আর কাউকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

পক্ষান্তরে, হুযাইফা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি “তিনি মসজিদ ছাড়া ইতকিফ নহে” এ হাদিসটি যদি শুদ্ধতার বচিরে উত্তীর্ণ হয় সক্ষেত্রে এটি ইতকিফের পূর্ণতার গুণকে নাকচ করবে। অর্থাৎ পূর্ণতার ইতকিফ হচ্ছে- এ তিনি মসজিদে যে ইতকিফ করা হয় সে ইতকিফ। অন্য মসজিদে উপর এ তিনি মসজিদে ফজলিত ও মর্যাদার কারণে। এ ধরণে বাক্যব্যঞ্জনা প্রচুর পাওয়া যায়। অর্থাৎ না-বোধক বাক্য দ্বারা পূর্ণতার গুণকে নাকচ করা; মূল বিষয়টি কিংবা বিষয়টির শুদ্ধতাকে নাকচ করা



নয়। উদাহরণত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “খাবার হাজারি হলো নামায নহে” ও এ ধরণে অন্যান্য হাদিস। তবে নঃসন্দেহে নেতাবিচক বাক্য দ্বারা সাধারণত শরয়ী হাকীকত কথিবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হাকীকতকে নাকচ করা হয়। কনিত্তু, যদি এমন কোন দলিল পাওয়া যায় যে দলিল শরয়ী হাকীকত কথিবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হাকীকতকে গ্রহণে বাধা দিয়ে তাহলে পূর্ণতার গুণকে নাকচ করাটা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়; যমেনটি আমরা হুয়াইফা (রাঃ) বর্ণতি হাদিসে দেখতে পাই। হাদিসটি শুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ধরে নলি এ ব্যাখ্যা। আল্লাহই ভাল জানেন। সমাপ্ত

[ফাতাওয়াস সিয়াম, পৃষ্ঠা-৪৯৩]

বনি বায (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: “তনি মসজদি ছাড়া ইতকিফ নহে” এ হাদিসটি কি সহি? যদি সহি হয়; তাহলে তনি মসজদি ছাড়া অন্যান্য মসজদি কে ইতকিফ করা যাবে না?

জবাবে তনি বলনে: তনি মসজদি ছাড়াও অন্য যে কোন মসজদি কে ইতকিফ করা সহি। তবে; শর্ত হচ্ছ- সে মসজদি জামাতের সাথে নামায অনুষ্ঠতি হতে হবে। যদি সে মসজদি নামাযের জামাত না হয় তাহলে সেখানে ইতকিফ করা সহি হবে না। তবে, কটে যদি এ তনি মসজদি কে ইতকিফের মানত করে থাকে তাহলে তাকে সে মানত পূর্ণ করতে হবে। [সমাপ্ত]

[মাজমু ফাতাওয়া বনি বায (১৫/৪৪৪)]